জেলাশাসক ও সমাহর্তার করণ
জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সুসংহত শিশু বিকাশ বিভাগ), মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে সরাসরি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার শূন্যপদ পূরণের জন্য কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্না মহিলাদের নিকট থেকে আবেদনপত্র / দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে । এছাড়া বর্তমানে কর্মরত যোগ্যতাসম্পন্না সহায়িকাদের নিকট থেকেও পদোন্নতির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে শূন্যপদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে । www.recruitmentmurshidabad.in - এই পোর্টাল/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে হবে ।

www.recruitmentmurshidabad.in এই ওয়েবসাইটে ও সংশ্লিষ্ট শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক(CDPO) এর করণে শুন্যপদের সংখ্যা , শর্তাবলী ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশদ বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে।

জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সুসংহত শিশু বিকাশ বিভাগ) মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ
বহরমপুর(গ্রামীণ)সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারকসংখ্যাঃ৫৬৫/আই.সি.ডি/বার (আর)

তারিখঃ ০৬-১২-২০২২

বিজ্ঞপ্তি (NOTICE)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে **বহরমপুর(গ্রামীণ)** সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে নিযুক্তির জন্য কেবল মাত্র **বহরমপুর(গ্রামীণ)** সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প এলাকার অর্থাৎ **বহরমপুর(গ্রামীণ)**পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের নিম্নবর্ণিত গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা (কেবলমাত্র মহিলা) এমন প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীদের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।এই নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি কোন মতেই সরকারী কর্মী হিসেবে গণ্য হবেন না। অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের সরকার অনুমোদিত হারে প্রতি মাসে সাম্মানিক ভাতা সহ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের চালু সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ মাসিক ২২৫০/-টাকা ও অতিরিক্ত ভাতার পরিমান মাসিক ৪০৫০/-টাকা।প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূণ্য পদ অনুযায়ী সংরক্ষণ বিন্যাস:

গ্রাম পঞ্চায়েত	মোট শূন্য পদ	অসংরক্ষিত	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী A	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী B	শারীরিক প্রতিবন্ধী
সাটুই চৌরীগাছা	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
শাহাজাদপুর	মোট- ২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
রাধারঘাট-১	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১

Scanned with OKEN Scanner

রাধারঘাট-২	মোট-৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
নিয়ালিসপাড়া গোয়ালজান	মোট- ৮ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-৩)	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-১
হরিদাসমাটি	মোট-৫ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
ভাকুড়ী-২	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
ভাকুড়ী-১	মোট- ৬ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-২)	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১
রাজধরপাড়া	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
নওদাপানুর	মোট- ৬ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১
মনীন্দ্রনগর	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০
হাতিনগর	মোট- ১১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-৪)	মোট- ৭ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-২)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট -২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১

Scanned with OKEN Scanner

গুরুদাসপুর	মোট- ৭ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-৩)	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-২)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০
দৌলতাবাদ	মোট- ৭ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ৩ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১
মদনপুর	মোট- ৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০
ছয়ঘরি	মোট- ১১ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-৩)	মোট- ৬ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-২ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট- ০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-১

বিঃ দ্রঃ

(১) যদি এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী/ক্যাটেগরি থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়া যায়,তাহলে সেই সকল পদে সেই সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত শ্রেণী থেকে (যেরূপ প্রযোজ্য) প্রার্থী নেওয়া হবে। এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত)শ্রেণীর/ক্যাটেগরির প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/অফিস কর্তৃক প্রদত্ত এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী/ক্যাটেগরির আসল/মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। অনুরূপে তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/শারীরিক প্রতিবন্ধী (ন্যূনতম ৪০%)প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আসল/মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। উপরোক্ত সকল শংসাপত্র/ সার্টিফিকেট প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে প্রাপ্ত হতে হবে। তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরিA/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/শারীরিক প্রতিবন্ধী(ন্যূনতম ৪০%)প্রার্থীকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে জারি(Issued)উপযুক্ত শংসাপত্র সঠিক সময়ে বা চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। নিয়োগের পূর্বে তাঁদের শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া হতে পারে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে জারি হওয়া তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/ এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী(ক্যাটেগরি)/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শংসাপত্র এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।

(৩) তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B-সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোলকাতা ব্যতীত বাকি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মহকুমাশাসক কর্তৃক জারি হওয়া শংসাপত্রই একমাত্র গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোনপ্রকার শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না। কোলকাতা থেকে জারি হওয়া শংসাপত্রের ক্ষেত্রে জেলাশাসক,দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক,দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, কোলকাতা(District Welfare Officer, Kolkata)ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে জারি হওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

(৪) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B-এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে চাওয়ামাত্র বা যথোপযুক্ত সময়ে তাঁর বাসস্থান এলাকার সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নন-ক্রীমি লেয়ার-এর শংসাপত্র জমা করতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner

(৫) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র- সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল বোর্ড বা পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা হাসপাতালের বা পশ্চিমবঙ্গের কোন মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে **West Bengal Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1999 প্রযোজ্য হবে।**প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে জারি হওয়া (Issued) শংসাপত্রই শুধুমাত্র গ্রাহ্য হবে। উক্ত তারিখের পরে কোন শংসাপত্র জারি হলে, তা অগ্রাহ্য করা হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচনা করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

(৬) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীর (Exempted Category) প্রার্থীর কাছে উপযুক্ত শ্রম দপ্তর/অফিস /এক্সচেঞ্জ কর্তৃকপ্রদত্ত এক্সেম্পটেড(অব্যাহতিপ্রাপ্ত)শ্রেণী/ ক্যাটেগরির শংসাপত্র থাকা আবশ্যক।এক্ষেত্রে Government of West Bengal, Labour Department, Notification No.301-EMP-/1M10/2000 dated 21st August, 2002 মোতাবেক শর্তাবলী/বিধি প্রযোজ্য হবে। প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে জারি হওয়া (Issued) শংসাপত্রই শুধুমাত্র গ্রাহ্য হবে। উক্ত তারিখের পরে কোন শংসাপত্র জারি হলে, তা অগ্রাহ্য করা হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচনা করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)। এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীতে ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত হলে সেই প্রার্থীর শংসাপত্র Central Employment Exchange, Kolkata থেকে সত্যতা যাচাই করিয়ে আনার পরে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হবে। শংসাপত্র অসঙ্গতিপূর্ণ বা ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচন বাতিল করা হবে।

(৭)প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) এর জন্য পাসওয়ার্ড আসবে। এই পাসওয়ার্ড দুই বারের বেশি রিসেট (Reset)করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে অন্য মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন করবেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি মোবাইল সচল (Active) রাখতে হবে কারণ উক্ত মোবাইল নম্বর এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং এই মোবাইল নম্বরে প্রয়োজনে পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য পাঠানো হতে পারে।

আবশ্যিক শর্তাবলী:

ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং মহিলা হতে হবে।

খ) ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনের দিনকে ভিত্তি করে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ (সাধারণ, অব্যাহতিপ্রাপ্ত (এক্সেম্পটেড), প্রতিবন্ধী, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ক্যাটেগরি A&B) ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই)। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রার্থীপদের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না।

গ) বয়সঃ ০১/০১/২০২২ তারিখে প্রার্থীকে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সের হতে হবে। তিনি উক্ত ০১/০১/২০২২ তারিখে কোনমতেই ৪৫ বছরের বেশি বয়সের হতে পারবেন না। **অর্থাৎ সকল প্রার্থীর জন্ম তারিখ ০২/০১/১৯৭৭ বা তার পরে এবং ০১/০১/২০০৪ বা তার আগে হতে হবে।** এই শর্তাবলী সকল শ্রেণীর প্রার্থীদের যথা- সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (A & B), এক্সেম্পটেড শ্রেণী, প্রতিবন্ধী- সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত শংসাপত্র বা মাধ্যমিক বা স্বীকৃত সমতুল্য পরীক্ষার নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) বা অ্যাডমিট কার্ড বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দশম শ্রেণী পাশ শংসাপত্রে লিখিত বয়সই এক্ষেত্রে সঠিক বয়সের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য কোনরূপ প্রমাণ এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।

ঘ) স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত শর্তঃ প্রার্থী যে গ্রাম পঞ্চায়েত/ পৌরসভার যে ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদের জন্য আবেদন করবেন, তাঁকে অবশ্যই সেই গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভার সেই ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীর ভোটার কার্ড (EPIC) বিবেচনা করা হবে।যদি কোনো প্রার্থীর ভোটার কার্ড (EPIC) না থাকে, তাহলে সেই প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক শংসাপত্র বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত, যে কোনো সফল নির্বাচিত প্রার্থীকে তার পদে যোগদান করার আগে অবশ্যই তাঁর ভোটার কার্ড(EPIC) পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর যোগদান গৃহীত/অনুমোদিত হবে না।

Scanned with OKEN Scanner

ঙ) পরীক্ষাঃ সকল আবশ্যিক শর্তপূরণের সাপেক্ষে যোগ্য প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে।পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০। প্রথমে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ২ ঘন্টার। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে।মৌখিক পরীক্ষা ১০ নম্বরের।অনুলিখনের (প্রতিবন্ধীদের জন্য) ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় অনুলিখনের ক্ষেত্রে মোট সময় ২ (দুই) ঘন্টা ৪০ (চল্লিশ) মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

লিখিত পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) বাংলা ভাষায় ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা লিখন(অষ্টম শ্রেণী মানের)–১৫ নম্বর

২) পাটিগণিত(অষ্টম শ্রেণী মানের)–২০ নম্বর

৩) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন-১৫ নম্বর

৪) ইংরাজী(ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান),সরল অনুবাদ(অষ্টম/নবম শ্রেণী মানের) ২০ নম্বর

৫) সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন – ২০ নম্বর

ইংরাজী ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন বাংলায় হবে। রচনা লিখন বাংলাতে লিখতে হবে। রচনা লিখন ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। লিখিত পরীক্ষায় উপরোক্ত(ক)রচনা লিখন,(খ) পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণী মানের),(গ)পুষ্টি,জনস্বাস্থ্য,নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন,(ঘ)ইংরাজী(ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান), সরল অনুবাদ (অষ্টম/নবমশ্রেণী মানের)ও(ঙ)সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন- এই পাঁচটি ক্ষেত্রে **সর্বমোট ন্যূনতম ৩০ নম্বর না পেলে কোন প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে না।** এই শর্তাবলী সকল শ্রেণী যথা- সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (A & B), এক্সস্পেটেড শ্রেণী, প্রতিবন্ধী- সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে সেই প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রবেশ পত্রের (Admit Card) মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো হবে। **প্রবেশ পত্র প্রার্থীকে নিজেকেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোনপ্রকার প্রবেশ পত্র (Admit Card) ই-মেল বা ডাকযোগে বা সরাসরি হাতে-হাতে পাঠানো হবে না।** ১:৫ অনুপাতে (শূন্য পদ সংখ্যা: মৌখিক পরীক্ষায় আহ্বান পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা) মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। কোন বিশেষ শ্রেণীতে (সংরক্ষণভিত্তিক বা মুক্ত) উপযুক্ত সংখ্যায় প্রার্থী কম থাকলে কম সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হতে পারে। একই নম্বর প্রাপ্ত একই শ্রেণীর (সংরক্ষণভিত্তিক বা মুক্ত) সকল প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। **যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একই শ্রেণীর দুই বা ততোধিক প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর সমান, সেক্ষেত্রে যাঁর বয়স বেশি তাঁকে সরকারী আদেশ অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।**

চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাবলীঃ সংরক্ষিত পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে শংসাপত্রের আসল দাখিল করতে হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচিত করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

ছ) অবসরকালীন বয়সঃ বর্তমানে সরকারী নির্দেশিকা অনুসারে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে বাধ্যতামূলকভাবে এই স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মজীবনের অবসান ঘটবে।

জ) কর্মক্ষেত্রঃ আবেদনকারিণী এই সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীনস্থ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে কাজের জন্যে আবেদন করেছেন, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঝ) প্রশিক্ষণঃ সমস্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানে প্রশিক্ষণ হতে পারে।।প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকার করলে বা প্রশিক্ষণের সময়ে ন্যূনতম যোগ্যতামান অর্জন না করলে তাঁর নিয়োগ বাতিল হবে।

Scanned with OKEN Scanner

ঞ) আবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলী ও আবেদন পত্র জমা করার সময় সীমাঃ আবেদনকারিণীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা করতে হবে।

ওয়েবসাইটঃ www.recruitmentmurshidabad.in

আবেদন করা শুরুর তারিখঃ ১০/১২/২০২২ বেলা ১১টা থেকে

আবেদন করার শেষ তারিখঃ ০৭/০১/২০২৩ রাত্রি ১২টা পর্যন্ত

অনলাইন দরখাস্ত করার সময়ে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র সমূহের স্ক্যান কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবেঃ

১) সাম্প্রতিক সময়ে (আবেদন করার তারিখ থেকে ছয় মাস পূর্বের সময়ের মধ্যে) তোলা প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীর রঙিন পাশপোর্ট মাপের ছবি (২৫ কিলোবাইট থেকে ৫০ কিলোবাইট)

২) নীল/কালো কালিতে আবেদনকারিণীর নামের সম্পূর্ণ সই/স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে (১০ কিলোবাইট থেকে ২০ কিলোবাইট)

ট) সঠিক দরখাস্তকারীদের তালিকা ও বাতিল দরখাস্তকারীদের তালিকা উপরোক্ত ওয়েবসাইট/ পোর্টালেই **২২/০১/২০২৩** তারিখ থেকে দেখা যাবে। সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্র **(Admit Card)** ডাউনলোড করা যাবে **২২/০১/২০২৩ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে ২৯/০১/২০২৩ তারিখ বেলা ১২ টা** পর্যন্ত। পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্রের **(Admit Card)** রঙিন প্রিন্ট আউট সঙ্গে করে আনতে হবে। অন্যথায় তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ **২৯/০১/২০২৩ বেলা ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত এবং অনুলিখনের (প্রতিবন্ধীদের জন্য) ক্ষেত্রে বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত (পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরিবর্তনযোগ্য-** সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এ সেই তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে)।

বিঃ দ্রঃ

(১)প্রার্থী/আবেদনকারিণীর সচিত্র ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় প্রার্থীর (যার ভোটার কার্ড/EPIC নেই) স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ে এই দু'টির যে কোন একটি সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার দিনে এই দু'টির মধ্যে যেটির তথ্য জমা করা হয়েছে, সেটির আসল (Original) পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এর সঙ্গে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট নেওয়া প্রবেশপত্র (Admit Card) নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

(২) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার সময়ে প্রার্থীকে রঙিন পাশপোর্ট মাপের (সাইজের) ছবি আপলোড করতে হবে। এই ছবি আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের বেশি পুরোনো হলে চলবে না। এই ছবির অন্তত ৩(তিন) টি কপি প্রার্থীর নিজস্ব নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে যা পরে চাওয়া হতে পারে। এই পাশপোর্ট মাপের (সাইজের) ছবির পশ্চাতভাগ (Background) সাদা বা সাদাটে হতে হবে। ছবিতে প্রার্থীর মুখ সরাসরি সামনের দিকে থাকতে হবে। প্রার্থীর মুখে কোনপ্রকার ছায়া এসে পড়লে চলবে না। ধর্মীয় কারণে আবেদনকারিণীর মাথায় আচ্ছাদন থাকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর মুখের দুই পাশ-বামদিক ও ডানদিক এবং উপর-নিচ অর্থাৎ চিবুক (থুতনি) থেকে কপালের উপরিভাগ অবধি অংশ আচ্ছাদনমুক্ত ও স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকতে হবে। চোখে চশমা থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রার্থীর চোখ স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে(যাঁরা চোখে দেখতে পান না,সেইসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত শংসাপত্র থাকলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য)। তাছাড়া কালো চশমা,টুপী,ইত্যাদি পরে ছবি তুললে তাগ্র হণযোগ্য হবে না।

(৩) প্রার্থী তথা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নীল বা কালো ডট পেন নিজেকেই আনতে হবে। কালির পেনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।

Scanned with OKEN Scanner

(৪) যেমন সম্পূর্ণ সই আবেদন করার সময়ে দাখিল অর্থাৎ আপলোড করা হচ্ছে, অনুরূপ সই পরীক্ষার হলে তাঁকে করতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আগত প্রার্থীর সই দাখিল/আপলোড করা সইয়ের সঙ্গে না মিললে বা সই দেখে সন্দেহ হলে সেই প্রার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রের আধিকারিক পরীক্ষায় বসা থেকে বিরত করতে পারবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

(৫) যে ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আবেদন দাখিল/আপলোড করা হচ্ছে, সেখান থেকেই প্রবেশপত্র (অ্যাডমিট কার্ড) ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট করে নিতে হবে। সেখানেই লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়, সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল তথ্য থাকবে।

(৬) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীর (Exempted Category) প্রার্থীকেও সরাসরি আবেদন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) থেকে কোন প্রকার নাম চাওয়া হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে নিম্নলিখিত নথি বা প্রমাণপত্রের আসল দাখিল করতে হবে ও স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি জমা করতে হবেঃ

১) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার সময়ে ভোটার কার্ড সম্পর্কিত যে তথ্য জমা করা হয়েছে, তার প্রতিলিপি

২) জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র- বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত শংসাপত্র বা মাধ্যমিক বা স্বীকৃত সমতুল্য পরীক্ষার নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) বা অ্যাডমিট কার্ড বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দশম শ্রেণী পাশ শংসাপত্রে লিখিত বয়সই এক্ষেত্রে সঠিক বয়সের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে

৩) জাতিগত শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র

৫) স্থায়ী বাসিন্দার সচিত্র শংসাপত্র (আসল অর্থাৎ মূল নথি জমা দিতে হবে)

৬) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

৭) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

(ঠ) প্রতিবন্ধী শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

প্রার্থীকে ন্যূনতম ৪০% অক্ষম হতে হবে। যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব আছে, তাঁরা প্রয়োজনে অনুলেখকের (scribe) সহায়তা নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র দাখিল করার সময়েই সেই সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আপলোড করতে হবে। আবেদন করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোনভাবেই আর তাঁরা অনুলেখক সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে পারবেন না এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুলেখকের সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তাঁরা সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্রীকে বা **নিম্নতর যোগ্যতার কোন মহিলাকে** অনুলেখক (scribe) হিসেবে নথিভুক্ত করতে পারবেন। পরীক্ষার আগে অনুলেখক সংক্রান্ত হলফনামা নির্দিষ্ট ফর্মে পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা করতে হবে। এই ফর্ম পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে অ্যাপেণ্ডিক্স-১ (Appendix-I) সংযুক্ত করা হল। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের (Medical Superintendent) স্বাক্ষরিত উপরোক্ত অ্যাপেণ্ডিক্স-১(Appendix-I) পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা করতে হবে। অনুলেখকের (Scribe)সাহায্য নেওয়া ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় ২০ মিনিটের জন্য ক্ষতিপূরক (Compensatory) সময় পাবেন। সেক্ষেত্রে এইসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বমোট ৪০ (চল্লিশ) মিনিটের ক্ষতিপূরক (Compensatory) সময় পাবেন অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হবে ২ (দুই) ঘন্টা ৪০(চল্লিশ) মিনিটের। কোন একজন প্রার্থী একজনের বেশি অনুলেখকের (Scribe) সহায়তা নিতে পারবেন না।

বিঃ দ্রঃ

- কোন ভুল বা অসঙ্গত তথ্য দিলে বা উপরোক্ত কোন আবশ্যিক শর্ত লঙ্ঘন করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনরূপ গাড়ী ভাড়া বা অপর কোন খরচ প্রকল্প কার্যালয় বহন করবে না।
- যদি প্রমাণিত হয় কোন প্রার্থী তাঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন বা অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করবেন। এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।

Scanned with OKEN Scanner

- যে কোন বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য হবে। সেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে তার প্রার্থীপদ বাতিল করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষই নিতে পারবেন।
- অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে/পোর্টালে নির্দিষ্টভাবে আবেদন করা ছাড়া আর কোনভাবেই আবেদন করা যাবে না। সকল তথ্য যথাযথভাবে দাখিল(Upload)করতে হবে অন্যথায় আবেদন বাতিল হতে পারে।
- নিযুক্ত হলে প্রবীণত্ব (Seniority), নিয়োগের শর্ত, বদলি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- বিজ্ঞপ্তির বা ওয়েবসাইটের (পোর্টালের) লিখিত তথ্য খুঁটিয়ে পড়ে তবেই আবেদন করবেন অন্যথায় আবেদনপত্রে ভুল থাকতে পারে। ভুল আবেদনপত্র বাতিল হবে।এজন্য কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর(গ্রামীণ)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যাঃ ৫৬৫/১(৩২)/আই.সি.ডি/বার (আর) **তারিখঃ০৬-১২-২০২২**

জ্ঞাতার্থে ওব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১) মাননীয়া অধিকর্তা, সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, (Director of ICDS) পশিচমবঙ্গ সরকার, শৈশালি ভবন, সল্টলেক, কোলকাতা- ৬৪ ।

২) মাননীয়া অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretary) পশিচমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ, বিকাশভবন , কোলকাতা- ৯১ ।

৩) মাননীয় জেলা শাসক ও সভাপতি, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৪) মাননীয় জাকির হোসেন, বিধায়ক ও সহ-সভাপতি,ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৫) মাননীয়, নিয়ামত আলি সেখ, বিধায়ক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৬) মাননীয় মহকুমা শাসক, বহরমপুর সদর মহকুমা ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৭) মাননীয় জেলা প্রকল্প আধিকারিক (আই.সি.ডি.এস.) ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৮) মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৯) মাননীয় সমষ্টি স্বাস্থ্য আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

১০) মাননীয় সভাপতি, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতি, মুর্শিদাবাদ

১১) মাননীয় সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ

১২) মাননীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক),বহরমপুর ব্লক, সদর পূর্বচক্র, সদর পশ্চিমচক্র,সদর দক্ষিণচক্র, সদর উত্তরচক্র, মুর্শিদাবাদ

১৩) মাননীয় সহ কৃষি অধিকর্তা, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ

১৪) মাননীয় পোস্ট মাস্টার, বহরমপুর ডাকঘর, মুর্শিদাবাদ

১৫-৩১) মাননীয় প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত, মুর্শিদাবাদ (সকল)

৩২) কার্য্যালয়ের প্রতিলিপি

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর(গ্রামীণ)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

Scanned with OKEN Scanner

APPENDIX-I

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs_____(name of the candidate with disability), a person with _____(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o_____a resident of_____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability

(e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Scanned with OKEN Scanner

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

বহরমপুর (গ্রামীণ) সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারকসংখ্যাঃ ৫৬৬/আই.সি.ডি./বার (আর) **তারিখঃ০৬-১২-২০২২**

বিজ্ঞপ্তি (NOTICE)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে **বহরমপুর (গ্রামীণ)**সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে নিযুক্তির জন্য কেবল মাত্র **বহরমপুর (গ্রামীণ)**সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প এলাকার অর্থাৎ **বহরমপুর (গ্রামীণ)** পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের স্থায়ী বাসিন্দা (কেবলমাত্র মহিলা) এমন প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীদের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত কর্মী কোন মতেই সরকারী কর্মী হিসেবে গণ্য হবেন না। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকার অনুমোদিত হারে প্রতি মাসে সাম্মানিক ভাতা সহ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চালু সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ মাসিক ৪৫০০/- টাকা ও অতিরিক্ত ভাতার পরিমান মাসিক ৩৭৫০/- টাকা। প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূণ্য পদ অনুযায়ী সংরক্ষণ বিন্যাস:

মোট শূন্য পদ	অসংরক্ষিত	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী A	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী B	শারীরিক প্রতিবন্ধী
মোট-২৬ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-৬)	মোট-৭ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী- ২)	মোট-৪ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-২)	মোট-৫ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-৫ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-১)	মোট-০ (তন্মধ্যে এক্সেম্পটেড শ্রেণী-০)	মোট-০৫

বিঃ দ্রঃ

(১) যদি এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী/ক্যাটেগরি থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে সেই সকল পদে সেই সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত শ্রেণী থেকে (যেরূপ প্রযোজ্য) প্রার্থী নেওয়া হবে। এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীর/ক্যাটেগরির প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/অফিস কর্তৃক প্রদত্ত এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী/ক্যাটেগরির আসল/মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে।অনুরূপে তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/ শারীরিক প্রতিবন্ধী (ন্যূনতম ৪০%)প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আসল/মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। উপরোক্ত সকল শংসাপত্র/সার্টিফিকেট প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে প্রাপ্ত হতে হবে। তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/শারীরিক প্রতিবন্ধী (ন্যূনতম ৪০%) প্রার্থীকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে জারি(Issued) উপযুক্ত শংসাপত্র সঠিক সময়ে বা চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। নিয়োগের পূর্বে তাঁদের শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া হতে পারে।

(২) **পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে জারি হওয়া তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/ এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত)শ্রেণী(ক্যাটেগরি)/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শংসাপত্র এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।**

Scanned with OKEN Scanner

(৩) তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B- সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোলকাতা ব্যতীত বাকি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মহকুমাশাসক কর্তৃক জারি হওয়া শংসাপত্রই একমাত্র গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোনপ্রকার শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না। কোলকাতা থেকে জারি হওয়া শংসাপত্রের ক্ষেত্রে জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, কোলকাতা (District Welfare Officer, Kolkata) ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে জারি হওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।
(৪) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B- এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে চাওয়ামাত্র বা যথোপযুক্ত সময়ে তাঁর বাসস্থান এলাকার সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নন-ক্রীমি লেয়ার-এর শংসাপত্র জমা করতে হবে।

(৫) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র- সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল বোর্ড বা পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা হাসপাতালের বা পশ্চিমবঙ্গের কোন মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে **West Bengal Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1999 প্রযোজ্য হবে।**প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে জারি হওয়া (Issued) শংসাপত্রই শুধুমাত্র গ্রাহ্য হবে। উক্ত তারিখের পরে কোন শংসাপত্র জারি হলে, তা অগ্রাহ্য করা হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচনা করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

(৬) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীর (Exempted Category) প্রার্থীর কাছে উপযুক্ত শ্রম দপ্তর/অফিস/এক্সচেঞ্জ কর্তৃকপ্রদত্ত এক্সেম্পটেড(অব্যাহতিপ্রাপ্ত)শ্রেণী/ক্যাটেগরিরশংসাপত্র থাকা আবশ্যক।এক্ষেত্রে Government of West Bengal, Labour Department, Notification No.301-EMP-/1M10/2000 dated 21st August, 2002 মোতাবেক শর্তাবলী/বিধি প্রযোজ্য হবে। প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে জারি হওয়া (Issued) শংসাপত্রই শুধুমাত্র গ্রাহ্য হবে। উক্ত তারিখের পরে কোন শংসাপত্র জারি হলে, তা অগ্রাহ্য করা হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচনা করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)। এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত)শ্রেণীতে/ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত হলে সেই প্রার্থীর শংসাপত্র Central Employment Exchange, Kolkata থেকে সত্যতা যাচাই করিয়ে আনার পরে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হবে।শংসাপত্র অসঙ্গতিপূর্ণ বা ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচন বাতিল করা হবে।

(৭)প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) এর জন্য পাসওয়ার্ড আসবে। এই পাসওয়ার্ড দুই বারের বেশি রিসেট (Reset) করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে অন্য মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন করবেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি মোবাইল সচল (Active) রাখতে হবে কারণ উক্ত মোবাইল নম্বর এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং এই মোবাইল নম্বরে প্রয়োজনে পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য পাঠানো হতে পারে।

আবশ্যিক শর্তাবলী:

ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং মহিলা হতে হবে।

খ) ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনের তারিখকে ভিত্তি করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড (Recognized Board) থেকে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ হতে হবে (সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (A/B), প্রতিবন্ধী, এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রার্থীপদের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না।

Scanned with OKEN Scanner

গ) বয়সঃ ০১/০১/২০২২ তারিখে প্রার্থীকে ন্যূনতম ১৮বছর বয়সের হতে হবে। তিনি উক্ত ০১/০১/২০২২ তারিখে কোনমতেই ৪৫ বছরের বেশি বয়সের হতে পারবেন না। **অর্থাৎ সকল প্রার্থীর জন্ম তারিখ ০২/০১/১৯৭৭ বা তার পরে এবং ০১/০১/২০০৪ বা তার আগে হতে হবে।**এই শর্তাবলী সকল শ্রেণীর প্রার্থীদের যথা- সাধারণ, তপশিলী জাতি,তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (A & B),এক্সম্পেটেড শ্রেণী, প্রতিবন্ধী- সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।মাধ্যমিক বা স্বীকৃত সমতুল্য পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন বা অ্যাডমিট কার্ড বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দশম শ্রেণী পাশ শংসাপত্রে লিখিত বয়সই এক্ষেত্রে সঠিক বয়সের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য কোনরূপ প্রমাণ এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।

ঘ) স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত শর্তঃ স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীর ভোটার কার্ড (EPIC) বিবেচনা করা হবে।যদি কোনো প্রার্থীর ভোটার কার্ড(EPIC) না থাকে, তাহলে সেই প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র বিবেচিত হবে।প্রসঙ্গত,যে কোনো সফল নির্বাচিত প্রার্থীকে তার পদে যোগদান করার আগে অবশ্যই তার ভোটার কার্ড (EPIC) পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর যোগদান গৃহীত/অনুমোদিত হবে না। তাঁকে অবশ্যই এই সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে অর্থাৎ আবেদনকারিণীকে বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

ঙ) পরীক্ষাঃ সকল আবশ্যিক শর্তপূরণের সাপেক্ষে যোগ্য প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে।পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০। প্রথমে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ২ ঘন্টার। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে।মৌখিক পরীক্ষা ১০ নম্বরের।অনুলিখনের (প্রতিবন্ধীদের জন্য) ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় অনুলিখনের ক্ষেত্রে মোট সময় ২ (দুই) ঘন্টা ৪০ (চল্লিশ) মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

লিখিত পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) বাংলা ভাষায় ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা লিখন (অষ্টম শ্রেণী মানের) – ১৫ নম্বর

২) পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণী মানের) – ২০ নম্বর

৩) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন- ১৫ নম্বর

৪) ইংরাজী (ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান),সরল অনুবাদ (অষ্টম / নবম শ্রেণী মানের)–২০ নম্বর

৫) সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন – ২০ নম্বর

ইংরাজী ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন বাংলায় হবে। রচনা লিখন বাংলাতে লিখতে হবে। রচনা লিখন ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। লিখিত পরীক্ষায় উপরোক্ত(ক) রচনা লিখন, (খ) পাটিগণিত(অষ্টম শ্রেণী মানের),(গ)পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন,(ঘ) ইংরাজী (ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান),সরল অনুবাদ (অষ্টম/নবমশ্রেণী মানের)ও(ঙ)সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন- এই পাঁচটি ক্ষেত্রে **সর্বমোট ন্যূনতম ৩০ নম্বর না পেলে কোন প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে না।**এই শর্তাবলী সকল শ্রেণী যথা-সাধারণ,তপশিলী জাতি,তপশিলী উপজাতিওঅন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী(A & B),এক্সম্পেটেড শ্রেণী,প্রতিবন্ধী- সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে সেই প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রবেশ পত্রের (Admit Card) মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো হবে। **প্রবেশ পত্র প্রার্থীকে নিজেকেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট আউট নিতে হবে।এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোনপ্রকার প্রবেশ পত্র (Admit Card) ই-মেল বা ডাকযোগে বা সরাসরি হাতে-হাতে পাঠানো হবে না।** বিশেষ

Scanned with OKEN Scanner

ক্ষেত্রে সরকারী আদেশনামা অনুসারে নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে ১:৫ অনুপাতে(শূন্য পদ সংখ্যা:মৌখিক পরীক্ষায় আহ্বান পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা) মৌখিক পরীক্ষা নিতে পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীতে(সংরক্ষণভিত্তিক) উপযুক্ত সংখ্যায় প্রার্থী কম থাকলে কম সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হতে পারে।একই নম্বর প্রাপ্ত একই শ্রেণীর(সংরক্ষণভিত্তিক)সকল প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। **যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একই শ্রেণীর দুই বা ততোধিক প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর সমান,সেক্ষেত্রে যাঁর বয়স বেশি তাঁকে সরকারী আদেশ অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।**

চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাবলীঃ সংরক্ষিত পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে শংসাপত্রের আসল দাখিল করতে হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচিত করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

ছ) অবসরকালীন বয়সঃ বর্তমানে সরকারী নির্দেশিকা অনুসারে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে বাধ্যতামূলকভাবে এই স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মজীবনের অবসান ঘটবে।

জ) কর্মক্ষেত্রঃ আবেদনকারিণীকে এই সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীনস্থ যে কোন কেন্দ্রে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঝ) প্রশিক্ষণঃ সমস্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানে প্রশিক্ষণ হতে পারে।।প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকার করলে বা প্রশিক্ষণের সময়ে ন্যূনতম যোগ্যতামান অর্জন না করলে তাঁর নিয়োগ বাতিল হবে।

ঞ) আবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলী ও আবেদন পত্র জমা করার সময় সীমাঃ আবেদনকারিণীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা করতে হবে।

ওয়েবসাইটঃ www.recruitmentmurshidabad.in

আবেদন করা শুরুর তারিখঃ ১০/১২/২০২২ বেলা ১১টা থেকে

আবেদন করার শেষ তারিখঃ ০৭/০১/২০২৩ রাত্রি ১২টা পর্যন্ত

অনলাইন দরখাস্ত করার সময়ে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র সমূহের স্ক্যান কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবেঃ

১) সাম্প্রতিক সময়ে (আবেদন করার তারিখ থেকে ছয় মাস পূর্বের সময়ের মধ্যে) তোলা প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীর রঙিন পাশপোর্ট মাপের ছবি (২৫ কিলোবাইট থেকে ৫০ কিলোবাইট)

২) নীল/কালো কালিতে আবেদনকারিণীর নামের সম্পূর্ণ সই/স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে (১০ কিলোবাইট থেকে ২০ কিলোবাইট)

ট) সঠিক দরখাস্তকারীদের তালিকা ও বাতিল দরখাস্তকারীদের তালিকা উপরোক্ত ওয়েবসাইট/পোর্টালেই **২৮/০১/২০২৩** তারিখ থেকে দেখা যাবে। সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্র**(Admit Card)**ডাউনলোড করা যাবে **২৯/০১/২০২৩ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে ০৫/০২/২০২৩ তারিখ বেলা ১২ টা** পর্যন্ত। পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্রের **(Admit Card)**রঙিন প্রিন্ট আউট সঙ্গে করে আনতে হবে। অন্যথায় তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ **০৫/০২/২০২৩ বেলা ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত এবং অনুলিখনের (প্রতিবন্ধীদের জন্য) ক্ষেত্রে বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত (পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরিবর্তনযোগ্য-** সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এ সেই তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে)।

Scanned with OKEN Scanner

বিঃ দ্রঃ

(১)প্রার্থী/আবেদনকারিণীর সচিত্র ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় প্রার্থীর (যার ভোটার কার্ড/EPIC নেই) স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ে এই দু'টির যে কোন একটি সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার দিনে এই দু'টির মধ্যে যেটির তথ্য জমা করা হয়েছে, সেটির আসল (Original) পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।এর সঙ্গে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট নেওয়া প্রবেশপত্র (Admit Card) নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

(২) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড)করার সময়ে প্রার্থীকে রঙিন পাশপোর্ট মাপের(সাইজের)ছবি আপলোড করতে হবে। এই ছবি আবেদনপত্র দাখিল(আপলোড) করার তারিখ থেকে ৬(ছয়) মাসের বেশি পুরোনো হলে চলবে না। এই ছবির অন্তত ৩(তিন)টি কপি প্রার্থীর নিজস্ব নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে যা পরে চাওয়া হতে পারে। এই পাশপোর্ট মাপের (সাইজের)ছবির পশ্চাতভাগ (Background) সাদা বা সাদাটে হতে হবে। ছবিতে প্রার্থীর মুখ সরাসরি সামনের দিকে থাকতে হবে। প্রার্থীর মুখে কোনপ্রকার ছায়া এসে পড়লে চলবে না। ধর্মীয় কারণে আবেদনকারিণীর মাথায় আচ্ছাদন থাকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর মুখের দুই পাশ-বামদিক ও ডানদিক এবং উপর-নিচ অর্থাৎ চিবুক (থুতনি) থেকে কপালের উপরিভাগ অবধি অংশ আচ্ছাদনমুক্ত ও স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকতে হবে। চোখে চশমা থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রার্থীর চোখ স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে (যাঁরা চোখে দেখতে পান না,সেইসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত শংসাপত্র থাকলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য)। তাছাড়া কালো চশমা, টুপী, ইত্যাদি পরে ছবি তুললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) প্রার্থী তথা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নীল বা কালো ডট পেন নিজেকেই আনতে হবে। কালির পেনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।

(৪) যেমন সম্পূর্ণ সই আবেদন করার সময়ে দাখিল অর্থাৎ আপলোড করা হচ্ছে, অনুরূপ সই পরীক্ষার হলে তাঁকে করতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আগত প্রার্থীর সই দাখিল/আপলোড করা সইয়ের সঙ্গে না মিললে বা সই দেখে সন্দেহ হলে সেই প্রার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রের আধিকারিক পরীক্ষায় বসা থেকে বিরত করতে পারবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

(৫) যে ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আবেদন দাখিল/আপলোড করা হচ্ছে, সেখান থেকেই প্রবেশপত্র(অ্যাডমিট কার্ড) ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট করে নিতে হবে। সেখানেই লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়, সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল তথ্য থাকবে।

(৬) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণীর (Exempted Category) প্রার্থীকেও সরাসরি আবেদন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) থেকে কোন প্রকার নাম চাওয়া হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে নিম্নলিখিত নথি বা প্রমাণপত্রের আসল দাখিল করতে হবে ও স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি জমা করতে হবেঃ

১) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার সময়ে ভোটার কার্ড সম্পর্কিত যে তথ্য জমা করা হয়েছে, তার প্রতিলিপি

২) জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র- মাধ্যমিক বা স্বীকৃত বোর্ডের সমতুল্য পরীক্ষার নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন)/ পাশ শংসাপত্র/ প্রবেশ পত্র (অ্যাডমিট কার্ড)

৩) জাতিগত শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র

৫) স্থায়ী বাসিন্দার সচিত্র শংসাপত্র (আসল অর্থাৎ মূল নথি জমা দিতে হবে)

৬) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

৭) এক্সেম্পটেড (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শ্রেণী শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

(৮) প্রতিবন্ধী শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

প্রার্থীকে ন্যূনতম ৪০% অক্ষম হতে হবে। যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব আছে, তাঁরা প্রয়োজনে অনুলেখকের (scribe) সহায়তা নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র দাখিল করার সময়েই সেই সংক্রান্ত তথ্য

Scanned with OKEN Scanner

ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আপলোড করতে হবে। আবেদন করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোনভাবেই আর তাঁরা অনুলেখক সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে পারবেন না এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুলেখকের সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তাঁরা নবম শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্রীকে বা **নিম্নতর যোগ্যতার কোন মহিলাকে** অনুলেখক (scribe) হিসেবে নথিভুক্ত করতে পারবেন। পরীক্ষার আগে অনুলেখক সংক্রান্ত হলফনামা নির্দিষ্ট ফর্মে পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা করতে হবে। এই ফর্ম পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে অ্যাপেণ্ডিক্স-১ (Appendix-I) সংযুক্ত করা হল। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের (Medical Superintendent)স্বাক্ষরিত উপরোক্ত অ্যাপেণ্ডিক্স-১(Appendix-I)পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা করতে হবে। অনুলেখকের(Scribe)সাহায্য নেওয়া ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় ২০ মিনিটের জন্য ক্ষতিপূরক (Compensatory) সময় পাবেন। সেক্ষেত্রে এইসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বমোট ৪০(চল্লিশ) মিনিটের ক্ষতিপূরক (Compensatory) সময় পাবেন অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হবে ২(দুই) ঘন্টা ৪০(চল্লিশ) মিনিটের। কোন একজন প্রার্থী একজনের বেশি অনুলেখকের (Scribe) সহায়তা নিতে পারবেন না।

বিঃ দ্রঃ

- কোন ভুল বা অসঙ্গত তথ্য দিলে বা উপরোক্ত কোন আবশ্যিক শর্ত লঙ্ঘন করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনরূপ গাড়ী ভাড়া বা অপর কোন খরচ প্রকল্প কার্যালয় বহন করবে না।
- যদি প্রমাণিত হয় কোন প্রার্থী তাঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন বা অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করবেন।এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- যে কোন বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য হবে। সেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে তার প্রার্থীপদ বাতিল করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষই নিতে পারবেন।
- অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে/পোর্টালে নির্দিষ্টভাবে আবেদন করা ছাড়া আর কোনভাবেই আবেদন করা যাবে না। সকল তথ্য যথাযথভাবে দাখিল (Upload)করতে হবে অন্যথায় আবেদন বাতিল হতে পারে।
- নিযুক্ত হলে প্রবীণত্ব (Seniority), নিয়োগের শর্ত, বদলি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- বিজ্ঞপ্তির বা ওয়েবসাইটের (পোর্টালের) লিখিত তথ্য খুঁটিয়ে পড়ে তবেই আবেদন করবেন অন্যথায় আবেদনপত্রে ভুল থাকতে পারে। ভুল আবেদনপত্র বাতিল হবে।এজন্য কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর (গ্রামীণ)সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যাঃ ৫৬৬/১(৩২)/আই.সি.ডি/বার (আর) **তারিখঃ ০৬-১২-২০২২**

জ্ঞাতার্থে ও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১) মাননীয়া অধিকর্তা, সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, (Director of ICDS) পশিচমবঙ্গ সরকার, শৈশালি ভবন, সল্টলেক, কোলকাতা- ৬৪ ।

২) মাননীয়া অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretary) পশিচমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ, বিকাশভবন , কোলকাতা- ৯১ ।

Scanned with OKEN Scanner

৩) মাননীয় জেলা শাসক ও সভাপতি, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৪) মাননীয় জাকির হোসেন, বিধায়ক ও সহ-সভাপতি,ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৫) মাননীয়, নিয়ামত আলি সেখ, বিধায়ক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৬) মাননীয় মহকুমা শাসক, বহরমপুর সদর মহকুমা ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৭) মাননীয় জেলা প্রকল্প আধিকারিক (আই.সি.ডি.এস.) ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৮) মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
৯) মাননীয় সমষ্টি স্বাস্থ্য আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ
১০) মাননীয় সভাপতি, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতি, মুর্শিদাবাদ
১১) মাননীয় সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ
১২) মাননীয় অবর বিদ্যালয়পরিদর্শক(প্রাথমিক),বহরমপুর ব্লক, সদর পূর্বচক্র, সদর পশ্চিমচক্র, সদর দক্ষিণচক্র, সদর উত্তরচক্র,মুর্শিদাবাদ
১৩) মাননীয় সহ কৃষি অধিকর্তা, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ
১৪) মাননীয় পোস্ট মাস্টার, বহরমপুর ডাকঘর, মুর্শিদাবাদ
১৫-৩১) মাননীয় প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত, মুর্শিদাবাদ (সকল)
৩২) কার্য্যালয়ের প্রতিলিপি

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর (গ্রামীণ) সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

Scanned with OKEN Scanner

APPENDIX-I

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs_____(name of the candidate with disability), a person with _____(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o_____a resident of_____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability

(e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Scanned with OKEN Scanner

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

বহরমপুর(গ্রামীণ) সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারকসংখ্যাঃ ৫৬৪/আই.সি.ডি/বার (আর) **তারিখঃ ০৬-১২-২০২২**

বিজ্ঞপ্তি (NOTICE)

বহরমপুর(গ্রামীণ) সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে পদোন্নাতির জন্য কেবল মাত্র উক্ত সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে উক্ত পদে কর্মরত, তাঁদের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত কর্মী কোন মতেই সরকারী কর্মীপদে গণ্য হবেন না। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকার অনুমোদিত হারে প্রতি মাসে সাম্মানিক ভাতা সহ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চালু সাম্মানিক ভাতার পরিমান মাসিক ৪৫০০/- টাকা ও অতিরিক্ত ভাতার পরিমান মাসিক ৩৭৫০/- টাকা।

শূন্য পদ অনুযায়ী সংরক্ষণ বিন্যাস:

মোট শূন্য পদ	অসংরক্ষিত (UR)	তপশিলী জাতি (SC)	তপশিলী উপজাতি (ST)
৭৯	৫৭	১৮	৪

আবশ্যিক শর্তাবলী:

ক) ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞপ্তি তারিখটিকে ভিত্তি করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোনো স্বীকৃত বোর্ড (Recognized Board) থেকে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে (সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি- সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রার্থীপদের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না, কিন্তু কোন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা যদি পূর্বে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে আবেদন করার সময় নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা গোপন করে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না। প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার আগে এই মর্মে হলফনামা দিতে হতে পারে।

খ) বয়সঃ ০১/১/২০২২ তারিখটিকে ভিত্তি করে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত, ন্যূনতম পাঁচ বছর নিরবচ্ছিন্ন সহায়িকা পদে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন না বা ভবিষ্যতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন না।

গ) স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত শর্তঃ স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীর ভোটার কার্ড (EPIC) বিবেচনা করা হবে।যদি কোনো প্রার্থীর ভোটার কার্ড (EPIC) না থাকে, তাহলে সেই প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসাবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র বিবেচিত হবে।প্রসঙ্গত, যে কোনো সফল নির্বাচিত প্রার্থীকে তাঁর পদে যোগদান করার আগে অবশ্যই তাঁর ভোটার কার্ড (EPIC) পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর নিয়োগ/যোগদান গৃহীত/অনুমোদিত হবে না। প্রার্থীকে অবশ্যই এই সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে অর্থাৎ আবেদনকারিনীকে বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner

ঘ) অভিজ্ঞতাঃ ০১.১.২২ তারিখটিকে ভিত্তি করে প্রার্থীর অভিজ্ঞতার সময়সীমা নিরূপণ করা হবে।

ঙ) পরীক্ষাঃ সকল আবশ্যিক শর্তপূরণের সাপেক্ষে যোগ্য আবেদনকারিণীদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে।মোট নম্বর ৫০ হবে, যার মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৩৫ নম্বর, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর (০১.১.২২ তারিখের সাপেক্ষে ৮ (আট) বছর বা তার উর্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়িকা পদে কাজ করলে ৫ (পাঁচ) নম্বর এবং ১১ (এগারো) বছর বা তার উর্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়িকা পদে কাজ করলে ১০(দশ) নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষায় ৫ (পাঁচ) নম্বর।এক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর করণ থেকে প্রার্থীর কাজের অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেওয়া হবে।যাচাই প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলে সেই প্রার্থীকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে নিয়োগ করা হবে না।

লিখিত পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণীর মানের)- ১০ (দশ) নম্বর
২) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নঃ ১০ (দশ) নম্বর
৩) ইংরেজি ভাষাঃ ১০ (দশ) নম্বর
৪) সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নঃ ০৫ (পাঁচ) নম্বর

ইংরাজী ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন বাংলায় হবে। সকল প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের।লিখিত পরীক্ষা হবে ১ (এক ঘন্টার)। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারক নম্বর থাকবে না। লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে সেই প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতার নিরিখে **(Weightage of Seniority)** প্রদত্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রবেশ পত্রের (Admit Card) মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো হবে।**প্রবেশ পত্র প্রার্থীকে নিজেকেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ওয়েবসাইট/পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট আউট নিতে হবে।এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোনপ্রকার প্রবেশ পত্র (Admit Card) ই-মেল বা ডাকযোগে বা সরাসরি হাতে-হাতে পাঠানো হবে না।**আবেদনকারী প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত হলে তবেই তাঁকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হবে।

চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাবলীঃ সংরক্ষিত পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। মৌখিক পরিক্ষার পূর্বে শংসাপত্রের আসল দাখিল করতে হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরিক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচিত করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে জারি হওয়া তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি শংসাপত্র এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।
তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোলকাতা ব্যতীত বাকি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মহকুমাশাসক কর্তৃক জারি হওয়া শংসাপত্রই একমাত্র গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোনপ্রকার শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না। কোলকাতা থেকে জারি হওয়া শংসাপত্রের ক্ষেত্রে জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা বা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, কোলকাতা (District Welfare Officer, Kolkata) ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে জারি হওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ছ) আবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলী ও আবেদন পত্র জমা করার সময় সীমাঃ আবেদনকারিণীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা করতে হবে।

ওয়েবসাইটঃ www.recruitmentmurshidabad.in
আবেদন করা শুরুর তারিখঃ ১০/১২/২০২২ বেলা ১১টা থেকে
আবেদন করার শেষ তারিখঃ ০৭/০১/২০২৩ রাত্রি ১২টা পর্যন্ত

Scanned with OKEN Scanner

অনলাইন দরখাস্ত করার সময়ে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র সমূহের স্ক্যান কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবেঃ

১) সাম্প্রতিক সময়ে (আবেদন করার তারিখ থেকে ছয় মাস পূর্বের সময়ের মধ্যে) তোলা প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীর রঙিন পাশপোর্ট মাপের ছবি (২৫ কিলোবাইট থেকে ৫০ কিলোবাইট)

২) নীল/কালো কালিতে আবেদনকারিণীর নামের সম্পূর্ণ সই/স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে (১০ কিলোবাইট থেকে ২০ কিলোবাইট)

জ) সঠিক দরখাস্তকারীদের তালিকা ও বাতিল দরখাস্তকারীদের তালিকা উপরোক্ত ওয়েবসাইট/ পোর্টালেই **১৪/০১/২০২৩** তারিখ থেকে দেখা যাবে। সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্র **(Admit Card)** ডাউনলোড করা যাবে **১৪/০১/২০২৩ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে ২২/০১/২০২৩ তারিখ বেলা ১২ টা** পর্যন্ত। পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক প্রার্থীদের সচিত্র প্রবেশপত্রের **(Admit Card)** রঙিন প্রিন্ট আউট সঙ্গে করে আনতে হবে। অন্যথায় তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ **২২/০১/২০২৩ বেলা ১২ টা থেকে ১ টা (পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরিবর্তনযোগ্য-** সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এই সেই তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে)।

বিঃ দ্রঃ

(১) প্রার্থী/ আবেদনকারিণীর সচিত্র ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক অন্যথায় প্রার্থীর (যাঁর ভোটার কার্ড/EPIC নেই) স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/ জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ে এই দু'টির যে কোন একটি সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার দিনে এই দু'টির মধ্যে যেটির তথ্য জমা করা হয়েছে, সেটির আসল (Original) পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। এটি ছাড়াও ডাউনলোড করা রঙিন সচিত্র প্রবেশপত্র (Admit Card)নিয়ে তাঁকে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসতে হবে। অন্যথায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

(২) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার সময়ে প্রার্থীকে রঙিন পাশপোর্ট মাপের (সাইজের) ছবি আপলোড করতে হবে। এই ছবি আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার তারিখ থেকে ৬(ছয়) মাসের বেশি পুরোনো হলে চলবে না। এই ছবির অন্তত ৩(তিন)টি কপি প্রার্থীর নিজস্ব নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে যা পরে চাওয়া হতে পারে। এই পাশপোর্ট মাপের (সাইজের) ছবির পশ্চাতভাগ (Background) সাদা বা সাদাটে হতে হবে। ছবিতে প্রার্থীর মুখ সরাসরি সামনের দিকে থাকতে হবে। প্রার্থীর মুখে কোনপ্রকার ছায়া এসে পড়লে চলবে না। ধর্মীয় কারণে আবেদনকারিণীর মাথায় আচ্ছাদন থাকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর মুখের দুই পাশ-বামদিক ও ডানদিক এবং উপর-নিচ অর্থাৎ চিবুক (থুতনি) থেকে কপালের উপরিভাগ অবধি অংশ আচ্ছাদনমুক্ত ও স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকতে হবে। চোখে চশমা থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রার্থীর চোখ স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে (যাঁরা চোখে দেখতে পান না, সেইসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত শংসাপত্র থাকলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য)।তাছাড়া কালো চশমা, টুপী, ইত্যাদি পরে ছবি তুললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) প্রার্থী তথা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নীল বা কালো ডট পেন নিজেকেই আনতে হবে। কালির পেনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।

(৪) যেমন সম্পূর্ণ সই আবেদন করার সময়ে দাখিল অর্থাৎ আপলোড করা হচ্ছে, অনুরূপ সই পরীক্ষার হলে তাঁকে করতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আগত প্রার্থীর সই দাখিল/আপলোড করা সইয়ের সঙ্গে না মিললে বা সই দেখে সন্দেহ হলে সেই প্রার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রের আধিকারিক পরীক্ষায় বসা থেকে বিরত করতে পারবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

Scanned with OKEN Scanner

(৫) যে ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আবেদন দাখিল/আপলোড করা হচ্ছে, সেখান থেকেই প্রবেশপত্র (অ্যাডমিট কার্ড) ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট করে নিতে হবে। সেখানেই লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়, সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল তথ্য থাকবে।

(৬)**অনুলেখক (Scribe)-** যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব আছে, তাঁরা প্রয়োজনে অনুলেখকের (**Scribe**) সহায়তা নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র দাখিল করার সময়েই সেই সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আপলোড করতে হবে। আবেদন করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোনভাবেই আর তাঁরা অনুলেখক সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে পারবেন না এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুলেখকের সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। **অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীপদে আবেদনকারিণী প্রতিবন্ধী প্রার্থী নবম শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্রীকে বা নিম্নতর যোগ্যতার কোন মহিলাকে অনুলেখক (Scribe) হিসেবে** নথিভুক্ত করতে পারবেন। পরীক্ষার আগে অনুলেখক সংক্রান্ত হলফনামা নির্দিষ্ট ফর্মে পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা করতে হবে। এই ফর্ম পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের (Medical Superintendent) স্বাক্ষরিত প্রার্থীর প্রতিবন্ধকতাজনিত শংসাপত্র অ্যাপেণ্ডিক্স-১ (Appendix-I) পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা করতে হবে। এই অ্যাপেণ্ডিক্স-১ (Appendix-I) ফর্ম ওয়েবসাইটে/পোর্টালে দেওয়া থাকবে। অনুলেখকের (Scribe) সাহায্য নেওয়া ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় ২০ মিনিটের জন্য ক্ষতিপূরক (Compensatory) সময় পাবেন অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হবে ১(এক)ঘন্টা ২০(কুড়ি) মিনিটের। কোন একজন প্রার্থী একজনের বেশি অনুলেখকের (Scribe) সহায়তা নিতে পারবেন না।

মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে নিম্নলিখিত নথি বা প্রমাণপত্রের আসল দাখিল করতে হবে ও স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি জমা করতে হবেঃ

১) আবেদনপত্র দাখিল (আপলোড) করার সময়ে যে ভোটার কার্ড (EPIC) সম্পর্কিত তথ্য জমা করা হয়েছে, তার প্রতিলিপি

২) জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র- মাধ্যমিক বা স্বীকৃত বোর্ডের সমতুল্য পরীক্ষার নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন)/ পাশ শংসাপত্র/ প্রবেশ পত্র (অ্যাডমিট কার্ড)

৩) জাতিগত শংসাপত্র (প্রযোজ্য হলে)

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র

৫) স্থায়ী বাসিন্দার সচিত্র শংসাপত্র (আসল অর্থাৎ মূল নথি জমা দিতে হবে)

৬) আবেদনকারিণীর সহায়িকা পদে যোগদানের নিয়োগপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল

বিঃ দ্রঃ

- কোন ভুল বা অসঙ্গত তথ্য দিলে বা উপরোক্ত কোন আবশ্যিক শর্ত লঙ্ঘন করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনরূপ গাড়ী ভাড়া বা অপর কোন খরচ প্রকল্প কার্যালয় বহন করবে না।
- যদি প্রমাণিত হয় কোন প্রার্থী তাঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন বা অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করবেন।এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- যে কোন বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য হবে। সেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে তার প্রার্থীপদ বাতিল করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষই নিতে পারবেন।
- অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে/পোর্টালে নির্দিষ্টভাবে আবেদন করা ছাড়া আর কোনভাবেই আবেদন করা যাবে না। সকল তথ্য যথাযথভাবে দাখিল (Upload) করতে হবে অন্যথায় আবেদন বাতিল হতে পারে।

Scanned with OKEN Scanner

- নিয়োজিত হলে প্রবীণত্ব (Seniority), নিয়োগের শর্ত, বদলি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- বিজ্ঞপ্তির বা ওয়েবসাইটের (পোর্টালের) লিখিত তথ্য খুঁটিয়ে পড়ে তবেই আবেদন করবেন অন্যথায় আবেদনপত্রে ভুল থাকতে পারে। ভুল আবেদনপত্র বাতিল হবে।এজন্য কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর(গ্রামীণ)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যাঃ ৫৬৪/১(৩২)/আই.সি.ডি/বার (আর). **তারিখঃ ০৬-১২-২০২২**

জ্ঞাতার্থে ও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১) মাননীয়া অধিকর্তা, সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, (Director of ICDS) পশিচমবঙ্গ সরকার, শৈশালি ভবন, সল্টলেক, কোলকাতা- ৬৪ ।

২) মাননীয়া অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretary) পশিচমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ, বিকাশভবন , কোলকাতা- ৯১ ।

৩) মাননীয় জেলা শাসক ও সভাপতি, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৪) মাননীয় জাকির হোসেন, বিধায়ক ও সহ-সভাপতি,ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৫) মাননীয়, নিয়ামত আলি সেখ, বিধায়ক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৬) মাননীয় মহকুমা শাসক, বহরমপুর সদর মহকুমা ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৭) মাননীয় জেলা প্রকল্প আধিকারিক (আই.সি.ডি.এস.) ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৮) মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

৯) মাননীয় সমষ্টি স্বাস্থ্য আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, মুর্শিদাবাদ

১০) মাননীয় সভাপতি, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতি, মুর্শিদাবাদ

১১) মাননীয় সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ

১২) মাননীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক),বহরমপুর ব্লক, বহরমপুর ব্লক, সদর পূর্বচক্র, সদর পশ্চিমচক্র, সদর দক্ষিণচক্র, সদর উত্তরচক্র,মুর্শিদাবাদ

১৩) মাননীয় সহ কৃষি অধিকর্তা, বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ

১৪) মাননীয় পোস্ট মাস্টার, বহরমপুর ডাকঘর, মুর্শিদাবাদ

১৫-৩১) মাননীয় প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত, মুর্শিদাবাদ (সকল)

৩২) কার্য্যালয়ের প্রতিলিপি

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বহরমপুর(গ্রামীণ)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

Scanned with OKEN Scanner

APPENDIX-I

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs_____(name of the candidate with disability), a person with _____(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o_____a resident of_____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability

(e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Scanned with OKEN Scanner

APPENDIX-I

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs_____(name of the candidate with disability), a person with _____(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o_____a resident of_____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability

(e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).